দ্বিতীয় দার্‌স — الدرس الثاني

নিম্নে নামায সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১। জামাআতের সাথে নামায আদায় করা পুরুষদের উপর ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে এসেছে,

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)) متفق عليه

"আমি ইচ্ছা করি যে, কাউকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়ে এমন লোকদের নিকট যাই, যারা নামাযে উপস্থিত হয় নাই এবং তাদেরকে জ্বালিয়ে দেই।" (বুখারী ২৪২-মুসলিম ৬৫১)

২। ধীরস্থিরতার সাথে আগেভাগে মসজিদে যাওয়া মুসলিমের জন্য শ্রেয়।

৩। মসজিদে প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত হলো, স্বীয় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়া,

((اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)) رواه مسلم ١٦٥٢

"আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহতিকা" (হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

৪। মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (দাখেলী মসজিদ) দু'রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। কারণ, আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী ৪৪৪-মুসলিম ৭১৪)

৫। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সর্বাঙ্গই লজ্জাস্থান। তবে নামাযে মুখমন্ডল খুলে রাখতে পারবে।

৬। ক্বেবলাকে সম্মুখ করে নামায পড়া ওয়াজিব। নামায কুবল হওয়ার জন্য এটা শর্ত। তবে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি (তাহলে ক্বেবলাকে সম্মুখ করতে না পারলেও কোন দোষ নেই।)।

৭। নামাযকে তার সঠিক সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাই সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঠিক নয়। অনুরূপ বিলম্ব করে নামায পড়াও হারাম।

৮। উচিত হলো, নামাযের জন্য আগেভাগে যাওয়া। প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর আগ্রহ রাখা এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। কারণ, এ কাজগুলোর বড় ফযীলত। যেমন আবূ হুরায়রা ﷺথেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

"লোকে যদি জানতো আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী ছাড়া সেগুলো হাসিল করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানতো, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে।" (বুখারী ৬৫৯-মুসলিম ৬৪৯)